জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

(২০০৯ সালের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান)
বিটিএমসি ভবন (৯ম তলা), ৭-৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
ই-মেইলঃ info@nhrc.org.bd

স্মারক নং: এনএইচআরসিবি/প্রেস:বিজ্ঞ:/ -২৩৯/১৩-১১৫ তারিখঃ ১৫ আগস্ট ২০২১

প্রেস বিজ্ঞপ্তি-

বঙ্গবন্ধুর মানবাধিকার দর্শনকে আমাদের ধারণ করতে হবে-
জাতীয় শোক দিবসের আলোচনা সভায় বক্তারা

আজ সকাল ১১.০০ টায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬ তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের আয়োজনে ভার্চুয়াল সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান নাছিমা বেগম, এনডিসি। সভায় বক্তব্য রাখেন কমিশনের মাননীয় সার্বক্ষণিক সদস্য ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ, সম্মানিত অবৈতনিক সদস্যগণ- জেসমিন আরা বেগম, মিজানুর রহমান খান, চিংকিউ রোয়াজা, কমিশনের থিমেটিক কমিটির সম্মানিত সদস্যগণ- প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মুকিত মজুমদার বাবু, ব্লাস্টের পরিচালক ও আইন উপদেষ্টা রেজাউল করিম, সিএসআইডির নির্বাহী পরিচালক খন্দকার জহুরুল হক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিমিনোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান ড. জিয়াউর রহমান, ডিআরআরএ প্রতিনিধি ফরিদা ইয়াসমিন, জাতীয় কন্যা শিশু এডভোকেসি ফোরামের সাধারন সম্পাদক নাসিমা আক্তার জলিসহ অনেকে। সভায় কমিশনের সচিব নারায়ণ চন্দ্র সরকারসহ সর্বস্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

মাননীয় চেয়ারম্যান বলেন, “আমাদের জাতির পিতা বাঙ্গালিদের অনেক বেশি ভালোবাসতেন। বাঙ্গালির ভালোবাসাই ছিল সবচেয়ে বড় শক্তি। তিনি বাঙ্গালিদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে কখনো মাথানত করেননি।সেই বাঙ্গালিরা তাকে আঘাত করবে তা তাঁর ধারণার বাইরে ছিল। আজকে জাতি হিসেবে আমাদের ক্ষমা চাওয়ার দিন। তিনি মানবাধিকার রক্ষা ও সমুন্নত করার লক্ষ্যে আমাদের সংবিধান প্রণয়ন করেছিলেন। তিনি শিশুদের এতটাই ভালোবাসতেন যে জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদ প্রনয়নের ১৫ বছর পূর্বেই তিনি বাংলাদেশে শিশু অধিকার আইন প্রণয়ন করেন। তিনি যদি বেঁচে থাকতেন তবে বাংলাদেশ অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারতো। যেদিন আমরা নারী, পুরুষ, হিজড়া বিভিন্ন লিঙ্গ হিসেবে নয় সকলেই মানুষ হিসেবে পরিচিত হব সেদিনই বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বাস্তবায়িত হবে।

কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, “জাতির পিতা আমাদের জন্য যা করেছেন তা বলে শেষ করা যাবেনা। স্বাধীনতা সংগ্রাম ছিল মানবাধিকারের সংগ্রাম। তিনি সবসময় মানুষের মনে জাগ্রত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি কাছে না থাকলেও সবাইকে শক্তি যোগাতেন। দেশকে এগিয়ে নেয়ার জন্য আমাদের শোককে শক্তিতে রুপান্তরিত করতে হবে।”

কমিশনের সম্মানিত সদস্য জেসমিন আরা বেগম, মিজানুর রহমান খান, চিংকিউ রোয়াজা জাতির বঙ্গবন্ধুর মানবাধিকার দর্শন ও দেশ গঠনে তাঁর বিভিন্ন অবদান উল্লেখ করেন।

প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মুকিত মজুমদার বাবু বলেন, “বঙ্গবন্ধুর উদাত্ত আহ্বানে আমি ক্লাস নাইনে থাকাকালে মুক্তিযুদ্ধে যাই। স্বাধীনতার পর রাষ্ট্রপ্রধান হয়েও এত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি গরিব মানুষদের সাথে কথা বলতেন। সাধারণ জনগণের জন্য তাঁর ভালবাসা এতেই বোঝা যায়। মানবাধিকারকে তিনি ধারণ করতেন। বিভিন্ন সময় তিনি অসুস্থ থাকলেও তিনি তাঁর কাজ চালিয়ে যান। নানান প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠে তিনি আমাদের স্বাধীনতা দিয়ে গেছেন।”

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিমিনোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান ড. জিয়াউর রহমান বলেন, বঙ্গবন্ধু ধারণ করেছেন সমাজতন্ত্রকে, একইসাথে তিনি ধারণ করেছেন গণতন্ত্রকে। বিবিসিকে দেয়া প্রথম সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন আমার দেশ হবে শোষণহীন দেশ। গনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রকে তিনি একইসাথে ধারণ করতে চান।

ডব্লিউডিডিএফ এর নির্বাহী পরিচালক আশরাফুন্নাহার মিষ্টি বলেন, "জাতির পিতার শক্তি, সাহস, বুদ্ধিমত্তাকে আমাদের ধারণ করা দরকার।" ডিআরআরএ এর নির্বাহী পরিচালক ফরিদা ইয়াসমিন বলেন, "আজকের দিনে জাতির পিতাকে সমূলে ধ্বংস করা হয় যাতে আমরা উঠে দাঁড়াতে না পারি। বঙ্গবন্ধু যেভাবে বাংলাদেশকে ভালোবাসতেন সেভাবে আর কেউ বাসতে পারবেনা। তাঁকে যারা ভালোবাসেন তারা কাজ করে যান, জনসমক্ষে আসেন না।" ইউএনডিপি'র হিউম্যান রাইটস ফোরামের জেন্ডার এক্সপার্ট বিথিকা হাসান বলেন, "আজ জাতি হিসেবে আমাদের লজ্জিত হবার দিন। কারণ আমরা আমাদের জাতির পিতাকে এদিন হত্যা করেছিলাম।"

সভার শেষে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের শহীদ সদস্যদের রুহের মাগফেরাত কামনায় দোয়া করা হয়।

ধন্যবাদান্তে,
স্বাক্ষরিত/-
ফারহানা সাঈদ
জনসংযোগ কর্মকর্তা
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ